ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

সার-সংক্ষেপ

২ আগস্ট ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

এ এস এম জুয়েল, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
নিহার রঞ্জন রায়, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
মো. মোস্তফা কামাল, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*
নাজমুল হুদা মিনা, *অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজন, তথ্য প্রদানকারী এনজিও এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, গবেষক, মূল্যায়নকারী, নিরীক্ষক যারা এ গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোরশেদা আক্তার, মো. মনিরুল ইসলাম জাহিদ, জাফর সাদেক চৌধুরী, মো. খোরশেদ আলম, মো. গোলাম মোস্তফা, মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার, মো. রবিউল ইসলাম এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. আলী হোসেন এবং খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮-৮৯,৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স:৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

উন্নয়নশীল বিশ্বে তৃতীয় বা উন্নয়ন খাত হিসেবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং পরবর্তীতে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে এনজিও'র ভূমিকা স্বীকৃত। বৈশ্বিক ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের নানা মডেল ও কর্মপন্থা এবং চাহিদা অনুসারে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ সেবা ও সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে এনজিও কর্মকান্ডের সূচনা হয়। পরবর্তীতে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবেলা, পানি-স্যানিটেশন, ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে এনজিও খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এনজিও'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা লক্ষণীয়-বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক উদ্যোগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্র ও নারীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এনজিও'র সক্রিয় ভূমিকা নির্দেশ করে যে, এনজিও কর্মকাণ্ডে অধিকতর গণতান্ত্রিক চর্চা এবং সুশাসনের উন্নততর পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে। বাস্তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে বাংলাদেশে কার্যরত এনজিওসমূহে সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয়গুলো হলো-বাংলাদেশে এনজিও খাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সুশাসনের ঘাটতি (টিআইবি, ২০০৭); এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঘাটতি (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৪) ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ অনুসারে দেশের এনজিও খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার (৩৪.৯%) মধ্যে ৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যান্য খাতের তুলনায় (সার্বিকভাবে ৬৭.৮%) এ হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধে বাংলাদেশের এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ সুশাসনের ঘাটতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা বিবেচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও'র সংখ্যা ২,৬২৫টি। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও'র মধ্যে ৪৮০টি এনজিও দীর্ঘ সময় ধরে নিবন্ধন নবায়ন না করায় তাদের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিওসমূহকে কাঠামোগত কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। এর মধ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের অযাচিত প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

বেশ কতকগুলো যৌক্তিক কারণে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রথমত, এনজিও খাতের সুশাসন পরিস্থিতির ওপর টিআইবি'র পূর্ববর্তী (২০০৭) গবেষণার ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে এই গবেষণায় পূর্ববর্তী ও বর্তমান পরিস্থিতির একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা; দ্বিতীয়ত, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এনজিও'র সহায়ক ভূমিকা জোরালো করতে এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন চর্চা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা; তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা প্রেক্ষাপট, কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি, উন্নয়ন সহযোগীদের অগ্রাধিকার পরিবর্তনসহ নানা কারণে বাংলাদেশের এনজিও খাতে তহবিল প্রাপ্তিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং এ প্রেক্ষাপটে তহবিল প্রাপ্তিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি এবং সেক্ষেত্রে এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে-এবিষয়টি গবেষণা ও আলোচনার দাবি রাখে; চতুর্থত, এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন পরিস্থিতি সম্পর্কে তদারকি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদেরকে ধারণা প্রদান এবং এ খাতের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা শক্তিশালী করতে গবেষণালব্ধ সুপারিশ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতের সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা। এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

ক. বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহের সুশাসনের চর্চাসমূহ পর্যালোচনা করা;
খ. এনজিওসমূহের অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা; এবং
গ. এনজিওসমূহে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয় প্রস্তাব করা।

১.৪ গবেষণা পরিধি

এ গবেষণায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত এবং বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ সুশাসন সম্পর্কে একটি প্রতিচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এ গবেষণায় এনজিও সংশ্লিষ্ট অংশীজন বিশেষ করে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্টতা অবধারিতভাবে প্রতিফলিত হলেও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন মূল্যায়ন এ গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে কার্যরত বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সকল এনজিও সম্পর্কে এ গবেষণার ফলাফল সমানভাবে প্রযোজ্য নয়; তবে গবেষণাটি এনজিওসমূহে বিদ্যমান সুশাসন সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত পদ্ধতি ও তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে সংগৃহীত ৭৮১টি এনজিও'র একটি তালিকা (২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদানপ্রাপ্ত) থেকে সেগুলোর ধরন (স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক), অনুদানের পরিমাণ (ছোট, মাঝারি, বড়) এবং স্থানীয় এনজিও'র ক্ষেত্রে বিভাগীয় অবস্থানের ভিত্তিতে এনজিওসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তারপর সেখান থেকে পদ্ধতিগত দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫০টি এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকালে দু'টি স্থানীয় এনজিওতথ্য প্রদানে সম্মত হয়নি। অর্থাৎ এ গবেষণাটি ৪৮টি এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ২৪টি জাতীয়, ৯টি আন্তর্জাতিক এবং ১৫টি স্থানীয় এনজিও রয়েছে।

এ গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (এনজিও সংশ্লিষ্ট অংশীজন), নিবিড় সাক্ষাৎকার (নির্বাচিত এনজিও'র পরিচালনা পরিষদ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা), দলীয় আলোচনা (নির্বাচিত এনজিও'র কর্মী), ফোকাস দল আলোচনা (নির্বাচিত এনজিও'র উপকারভোগী), আধা-কাঠামোবদ্ধ ফরম্যাট পূরণ এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ প্রতিনিধি, নির্বাচিত এনজিও'র পরিচালনা পরিষদ সদস্য, প্রধান নির্বাহী বা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য, বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা (অর্থ ও প্রশাসন, মানবসম্পদ, নিরীক্ষা, প্রকল্প/কর্মসূচি, পরিবীক্ষণ), মধ্যম ও কনিষ্ঠ সারির কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, প্রত্যক্ষ উপকারভোগী, অনুদান প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নিরপেক্ষ গবেষক-মূল্যায়নকারী-পরামর্শক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তালিকাভুক্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যম কর্মী। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন (বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬; মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬), এনজিও ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত তথ্য, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধ, বাছাইকৃত এনজিও'র বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট।

অক্টোবর ২০১৬ - মে ২০১৭ সময়কালে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওসমূহের ২০১৪-২০১৬ সময়কার সুশাসন পরিস্থিতি এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণার ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও প্রতিনিধি এবং এনজিও সমন্বয়কারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিনিধিগণ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এ খাতের উন্নয়ন এবং অযাচিত কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

মূলত চারটি সূচকের ভিত্তিতে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো-প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদন,স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার, প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদনের পরিমাপক হিসেবে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশিকা, কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন পদ্ধতি, কর্মসূচি বাস্তবায়ন; স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচারের পরিমাপক হিসেবে সংস্থার সাধারণ তথ্যের উন্মুক্ততা, পরিকল্পনা ও বাজেট সংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা, উপকারভোগী নির্বাচনে উন্মুক্ততা, নিয়োগ, ক্রয় ও আর্থিক লেনেদেনে নিয়ম ও চর্চা; প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণের পরিমাপক হিসেবে পরিচালনা পরিষদ গঠন, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে কমিউনিটির চাহিদার প্রতিফলন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মীদের মতামত গ্রহণ, পরিচালনা পরিষদে উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব, উপকারভোগী নির্বাচন ও কর্মসূচি গ্রহণ প্রক্রিয়া; এবং জবাবদিহিতার পরিমাপক হিসেবে তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী

সংস্থাকে প্রতিবেদন পেশ, নিরীক্ষা নীতিমালা ও চর্চা, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা, প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি, অভিযোগ ও সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা, উপকারভোগীদের প্রশ্ন ও পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার বিভিন্ন সময়ে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬ প্রণয়ন এবং এর বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-এ অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও ও সুশীল সমাজকে অন্তর্ভুক্তকরণ; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর পরিবীক্ষণের উদ্যোগ; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এনজিও'র তথ্য উন্মুক্ত করার বিধান চালু করা; জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এনজিও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও সমন্বয় জোরদারকরণ; নিবন্ধন নবায়নে ব্যর্থ বা বিলম্বকারী এনজিও'র নিবন্ধন বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ; বিভিন্ন ফরম পূরণের মাধ্যমে এনজিও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ--বিশ্বাসভিত্তিক এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ এবং জঙ্গী অর্থায়ন রোধে সহায়তা এবং অর্থ-পাচার রোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী এনজিও'র ক্ষেত্রে বিদেশী অনুদান প্রাপ্তিতে বৈধ উৎসের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

২.২ আইনি সীমাবদ্ধতা

বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬-এ কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। এ আইনের ধারা ৬-এদুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য প্রকল্প অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। আবার উপধারা ৬.৩ অনুযায়ী দেশের অন্যান্য জেলায় কর্মসূচির ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ ছাড়াই মহাপরিচালকের বরাবর আবেদন করার বিধান থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া উপধারা ৬.৪-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে আপত্তি জানালে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা হয়েছে। এ ধারাসমূহের ফলে প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া আইনটির কিছু ধারা ও উপধারায় অস্পষ্টতা রায়েছে। যেমন, উপধারা ১০.৭ ও ১০.৮ অনুসারে দেশের অন্যান্য জেলার এনজিও কর্মসূচি তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য একটি নির্ধারিত কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে; তবে এ কমিটি কীভাবে গঠিত হবে তা স্পষ্ট করা হয়নি[১]। আবার আইনটির ধারা ১১ অনুসারে এনজিও'র গঠনতন্ত্রে পরিচালনা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদ অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা থাকলেও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের ক্ষেত্রে দেশীয় পর্যায়ে সমান্তরাল কোনো কাঠামো থাকবে কিনা সে সম্পর্কে কোনো প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনানেই। এছাড়া আইনটির ধারা ১৪ অনুসারে কোনো এনজিও সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "বিদ্বেষমূলক" ও "অশালীন" মন্তব্য করলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে; তবে এই শব্দদ্বয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।অন্যদিকে আইনটির যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সম্বলিত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হলেও তা চূড়ান্ত করা হয়নি।

২.৩ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত এনজিওসমূহে সুশাসনের চিত্র

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত এনজিওসমূহে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সুশাসনের ঘাটতিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

২.৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদন

নীতিমালা ও নির্দেশিকা: গবেষণাভুক্ত সকল এনজিওতে গঠনতন্ত্র, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, মানবসম্পদ, জেন্ডার ইত্যাদি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ও নির্দেশিকাপত্র রয়েছে। তবে নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জেন্ডার নীতিমালা থাকলেও বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেওয়া; যৌন হয়রানির অপরাধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে না চলা; ক্রয় এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে

[১]এনজিও বিষয়ক ব্যুরো একটি পত্রের মাধ্যমে (১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রেরিত) টিআইবি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ব্যুরোর মতে, ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রেরিত একটি পরিপত্রে কমিটির সদস্যদের ব্যাপারে একটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা এখনও প্রযোজ্য বা চলমান রয়েছে। ১৪ জুন ২০১৮ তারিখের আরেকটি পরিপত্রের মাধ্যমে এ কমিটি গঠনে একটি সংশোধনী প্রদান করা হয়েছে। সংশোধনী অনুযায়ী কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিয়মকানুন উপেক্ষা ইত্যাদি। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীতিমালা ইংরেজিতে হওয়ায় অনেক কর্মীর কাছে তা সহজবোধ্য হয় না। আবার মাঠকর্মীদের জন্য নীতিমালার ওপর ধারণা প্রদান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা: অধিকাংশ এনজিওতে (৩৫টি) কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা রয়েছে। এসব এনজিওতে কর্মীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (১৩টি) এনজিওতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করা হয় না।

কর্মীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন: অধিকাংশ এনজিও (২৫টি) কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধা প্রদান করে। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) কর্মীদের প্রণোদনা ও দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। নিয়মিত কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন কমে যাওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রশিক্ষণের জন্য তহবিল বরাদ্দ না পাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। কর্মদক্ষতার উন্নয়নে প্রণোদনা বিশেষ ভূমিকা রাখে। কিন্তু প্রকল্পকর্মীদের জন্য প্রণোদনার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্পকর্মীদের জন্য বেতনের বাইরে অন্য কোনো সুবিধা ও নির্ধারিত ছুটি উপভোগের সুযোগ কম থাকার অভিযোগ রয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন: উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও (১৯টি) দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সামগ্রিক পন্থায় উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রবণতা লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে কোনো কমিউনিটিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পরিবর্তন আনা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য বেশিরভাগ এনজিও বৈদেশিক সহায়তা নির্ভর হওয়ায় অনুদান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা ও অনুদানের পরিমাণের ওপর প্রকল্পের ধরন ও সময়সীমা অনেকাংশে নির্ভর করে।

২.৩.২ স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ: বেশিরভাগ এনজিও'র (৩৬টি) নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে এবং এসব এনজিও তাদের চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সফলতার গল্প, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের পরিচিতি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক(১২টি) এনজিও'র নিজস্ব ওয়েবসাইট নেই। তবে তিনটি এনজিও'র ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট পরিচালনায় আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে যেসব এনজিও'র ওয়েবসাইট আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও'র (১৯টি) ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। আবার বাধ্যতামূলক না হলেও তিনটি জাতীয় এনজিও তাদের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী স্বপ্রণোদিতভাবে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করে।

নিয়োগ: বেশিরভাগ এনজিও (৩৮টি) দৈনিক পত্রিকা বা জব-পোর্টালে চাকুরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেও কিছু কিছু নিয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের নিয়ম-বহির্ভূত প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে ১০টি এনজিও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়াই অস্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতাবিহীন প্রক্রিয়ায় কর্মী নিয়োগ করে থাকে। ফলে এসব এনজিওতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি বিদ্যমান। অন্যদিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের অভিযোগ বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

কর্মীদের বেতন প্রদান: বেশিরভাগ এনজিও (৪৩টি) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাদের কর্মীদের বেতন প্রদান করে। অর্থাৎ পাঁচটি এনজিও কর্মীদের বিশেষ করে মাঠকর্মীদের বেতন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে না দিয়ে নগদ টাকায় প্রদান করে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে বেতন প্রদানে অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের সম্ভাবনা রয়েছে। আবার দু'টি এনজিও'র বিরুদ্ধে বেতন প্রদানে পৃথক দু'টি রেজিস্টার ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দু'টি এনজিওতে একই কর্মীকে বিভিন্ন প্রকল্পে শতভাগ হিসেবে দেখানো হলেও একটি প্রকল্প থেকে তার বেতন প্রদান করা হয়।

ক্রয়: বেশিরভাগ এনজিওতে (৪৩টি) কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচটি এনজিওতে ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির অস্তিত্ব নেই। সেক্ষেত্রে এসব এনজিওতে প্রধান নির্বাহীর সিদ্ধান্তে যাবতীয় ক্রয় সম্পাদন করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে অধিকাংশ এনজিওতে (৩০টি) ক্রয়ের জন্য সেবা বা পণ্য সরবরাহকারীদের সুনির্দিষ্ট তালিকা রয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (১৮টি) এনজিওতে ক্রয়ের জন্য সেবা বা পণ্য সরবরাহকারীদের সুনির্দিষ্ট তালিকা নেই। আবার পণ্য সরবরাহকারীদের তালিকা এবং তাদের মধ্য থেকে ক্রয়ের বিধান অনুসরণ করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়ায় কৌশল প্রয়োগ করে ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী নির্বাচনের প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো এনজিও'র বিরুদ্ধে ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভুয়া ক্রয়-রশিদ বানিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

অর্থ আত্মসাৎ ও নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা আদায়: কিছু এনজিও'র বিরুদ্ধে তাদের বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের মোটা অংক আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো এনজিও'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিশেষ করে প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে তাদের এনজিও থেকে নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। আবার তদারকি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান এবং কর্মসূচি বাজেট থেকে তা পূরণের অভিযোগ রয়েছে।

২.৩.৩ প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ

কর্মএলাকা ও উপকারভোগী নির্বাচন: দু'টি এনজিও দ্বৈততা পরিহারের জন্য তাদের কোনো কোনো কর্মসূচির ক্ষেত্রে অন্যান্য এনজিও'র সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মএলাকা নির্ধারণ ও উপকারভোগী নির্বাচন করে থাকে। অন্যদিকে একই উপকারভোগীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনকে একাধিক এনজিও কর্তৃক সাফল্য হিসেবে দাবি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আবার একই উপকারভোগীকে পরপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করা সহজ বলে কিছু এনজিও এ কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। আবার নিয়ম অনুসারে একই এলাকায় একই সময়ে একাধিক এনজিও'কে একই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা না করার নির্দেশ থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয় না। বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ ও জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির ক্ষেত্রে এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। অধিকাংশ এনজিও (৩২টি) জরিপ কিংবা স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনের সাথে পরামর্শক্রমে উপকারভোগী নির্বাচন করে বলে দাবি করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু স্থানীয় প্রভাবশালীদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের কর্মএলাকাও উপকারভোগী নির্বাচনের প্রবণতা লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার ক্ষুদ্রঋণ আইন অনুসারে দরিদ্রদের স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার বিধান থাকলেও তাদেরকে উপেক্ষা করে তুলনামূলক স্বচ্ছলদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হলে কর্মীরা চাপের মুখে পড়েন বলে তারা এ কৌশলের আশ্রয় নেন। অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও'র (১৬টি) ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণ বা সমস্যা চিহ্নিতকরণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনদের সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে।

পরিচালনা পরিষদ গঠন: উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও'র পরিচালনা পরিষদে যোগ্যতাসম্পন্ন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির সম্পৃক্ততা থাকলেও অনেক এনজিও'র পরিচালনা পরিষদে নামসর্বস্ব সদস্যের সম্পৃক্ততা এবং পরিষদের কার্যক্রমে কার্যকর অংশগ্রহণ না করার প্রবণতা বিদ্যমান। কিছু কিছু এনজিও'র পরিচালনা পরিষদে যোগ্যতার তুলনায় প্রধান নির্বাহীর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রাধান্য রয়েছে।

পরিচালনা পরিষদে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্তি: উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও'র (১৪টি) পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। অন্যদিকে বেশিরভাগ এনজিও কমিউনিটি পর্যায়ে তাদের প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলেও পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদে প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব পরিলক্ষিত হয়নি, যদিও এক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

পরিচালনা পরিষদে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ: কোনো কোনো এনজিও'র পরিচালনা পরিষদে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি থাকলেও পরিষদের কার্যক্রমে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে।

২.৩.৪ জবাবদিহিতা

অনুদান প্রদানকারী সংস্থা এবং তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে জবাবদিহিতা: গবেষণাভুক্ত সব এনজিও অনুদান প্রদানকারী সংস্থা এবং তদারকি প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে আনুষ্ঠানিক জবাবদিহিতা প্রকাশ করে। মূলত নিয়মিত পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনজিও সমন্বয় সভায় অগ্রগতি জানানোর মধ্যেই এ জবাবদিহিতা সীমিত। এক্ষেত্রে কিছু সুক্ষ্ম ঘাটতির উদাহরণ রয়েছে। যেমন - অনুদান প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও তাদের মূল্যায়নকারী পরামর্শকদের নিয়ে শুধুমাত্র সফল কর্মএলাকা পরিদর্শন করানোর প্রবণতা। আবার পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রকল্পের দুর্বল দিক বা ঘাটতি উল্লেখ না করে শুধুমাত্র সাফল্যের দিক অতিরঞ্জিত করার অভিযোগ রয়েছে।

পরিচালনা পরিষদের কাছে ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা: পরিচালনা পরিষদের কাছে ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতার বেশ কিছু ভালো দৃষ্টান্ত থাকলেও কোনো কোনো এনজিওতে জবাবদিহিতার ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। যেমন, নীতি-নির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত পরিচালনা পরিষদের সভায় অনুমোদনের বিধান থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্তৃক এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কোনো সভা ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে পরিষদ সদস্যদের কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণের প্রবণতা রয়েছে।

উপকারভোগীদের কাছে জবাবদিহিতা: নয়টি এনজিও অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ করে। অর্থাৎ বেশিরভাগ এনজিও (৩৯টি) কর্মসূচি পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করে না। এ বিষয়টি নির্দেশ করে যে, উপকারভোগীদের কাছে এনজিওদের জবাবদিহি করার চর্চায় ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। তবে একটি ইতিবাচক উদাহরণ হলো যে, তিনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও অভিযোগ গ্রহণের জন্য প্রকল্প এলাকায় হটলাইন নাম্বার ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করেছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি ব্যবস্থা: অধিকাংশ এনজিওতে (২৫টি) স্বতন্ত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বা এ বিষয়ক কর্মকর্তা রয়েছে। অন্যদিকে প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) স্বতন্ত্র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বা এ বিষয়ক কর্মকর্তা না থাকায় প্রকল্প বা কর্মসূচি কর্মকর্তা দ্বারা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। আবার বেশিরভাগ এনজিওতে (৩৬টি)অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া প্রায় অর্ধেক এনজিওতে (২৩টি) অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ এনজিওতে (২৫টি) অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা হলেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য যে, ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য একটি এনজিও ন্যায়পাল নিয়োগ দিয়েছে।

২.৪ গবেষণাভুক্ত এনজিওসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনিয়ম-দুর্নীতি

এনজিওগুলোতে কর্মী নিয়োগে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দেশীয় কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের একাংশের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় ক্ষমতাশালী বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীদের একাংশের বিরুদ্ধে মাঠ পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমে অযাচিত প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের একাংশ এনজিওদের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও জেলা পর্যায় থেকে সনদ সংগ্রহের সময় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবি ও হয়রানির অভিযোগ রয়েছে জেলা প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশের বিরুদ্ধেএনজিও কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। এমনকি পারিবারিক ভ্রমণে গিয়েও স্থানীয় এনজিও কার্যালয় পরিদর্শনের নামে পরিবহন ও রেস্ট হাউজের সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এসব কর্মকর্তাদের একাংশের বিরুদ্ধে। এছাড়াএনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফরম পূরণের নিয়ম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এমনকি কার্যালয় পরিদর্শনের নামে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবি করার অভিযোগ রয়েছে।

প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড়ের জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের একাংশের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও'র ক্ষেত্রে এর মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। এমনকি প্রতিবেদন জমা দিয়ে তা নথিভুক্ত করার জন্যও নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে এনজিও ব্যুরোর কর্মচারিদের একাংশের বিরুদ্ধে। এছাড়া এনজিও'র নিবন্ধন ও প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও অর্থ দাবির অভিযোগ রয়েছে এনজিও ব্যুরো এবং গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিদের একাংশের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যরত এনজিওসমূহকে প্রকল্প অনুমোদন ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বেশি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। ফলে তাদেরকে অন্য এলাকার এনজিও'র তুলনায় বেশি হয়রানি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের শিকার হতে হয়। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের একাংশের বিরুদ্ধে হয়রানি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।

২.৫ বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালায় বৈষম্যমূলক ও অস্পষ্ট ধারা ▪ প্রকল্প ও তহবিল অনুমোদনে অনিয়ম-দুর্নীতি	▪ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প ও তহবিল অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা ▪ তহবিল অনুমোদনে প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার এবং কর্মসূচি ব্যয় কমানো	▪ এনজিও কর্মকাণ্ডের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত না হওয়ার ঝুঁকি

▪ দুর্বল পরিচালনা পরিষদ গঠন ▪ তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন-নিরীক্ষার ঘাটতি ▪ স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ▪ উপকারভোগীদের কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি এবং স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ ছাড়াই প্রকল্প প্রণয়ন ▪ স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের অযাচিত প্রভাব ▪ অনুদাননির্ভর-প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম ▪ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় ঘাটতি	▪ প্রধান নির্বাহীর একক কর্তৃত্ব এবং জবাবদিহিতায় ঘাটতি ▪ অস্বচ্ছ ও অনিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কার্য সম্পাদন--নিয়োগ, ক্রয়, বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে ▪ সঠিক কর্মসূচি ও উপকারভোগী নির্বাচন না হওয়া ▪ কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি ও দ্বৈততা ▪ সুশাসনের পর্যাপ্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি	▪ এনজিও খাত সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম হ্রাসের ঝুঁকি ▪ তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অযাচিত নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা

২.৬ এনজিও খাতে সুশাসনের তুলনামূলক চিত্র: ২০০৭ এবং ২০১৭

সূচক	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি	আংশিক অগ্রগতি	অপরিবর্তিত
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্য-সম্পাদন	মানবসম্পদ নীতিমালা অনুসরণ	কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ	-
	কর্মীদের বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থার চর্চা		
	জেন্ডার সংবেদনশীলতার নীতি ও চর্চা		
	যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন		
স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার	হিসাব ও নিরীক্ষা তথ্য প্রকাশ	কমিউনিটিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় তথ্য প্রদান	হিসাব বিভাগকে প্রভাবিত করা
		ওয়েবপেজে হালনাগাদ তথ্য প্রদান	
		প্রভাবমুক্ত নিরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	
প্রতিনিধিত্বশীলতা ও অংশগ্রহণ	-	যোগ্যতার ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচন	সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান নির্বাহীর একক কর্তৃত্ব
		পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের এনজিও'র কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা	পরিচালনা পরিষদের সভার কার্যবিবরণী আংশিকভাবে কর্মীদের অবহিত করা
জবাবদিহিতা	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা	কমিউনিটির কাছে জবাবদিহিতার চর্চা	পরিচালনা পরিষদের অনিয়মিত সভা এবং শুধু সভায় উপস্থিতিনির্ভর সম্পৃক্ততা
	অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা	দাতা সংস্থার কাছে ফলাফলভিত্তিক অগ্রগতি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ	

৩. উপসংহার

গত এক দশকে বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসনের অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে সুশাসনের বেশ কিছু ইতিবাচক চর্চা অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রয়োজনীয় নীতিমালা বা নির্দেশিকা এবং অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণের কিছু ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে এ ধরনের চর্চা উল্লেখ করা যায়। তবে নীতিমালা ও ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে পরিচালনা পরিষদ ও এনজিও ব্যবস্থাপনার মধ্যে জবাবদিহিমূলক সম্পর্ক জোরদার করা, অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ এবং নিয়োগ, ক্রয়, বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে তদারকি প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা সুবিধা গ্রহণ করায় সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে এনজিওসমূহের জবাবদিহিতায় ঘাটতি তৈরির ঝুঁকি অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন ও নির্দেশিকায় দুর্বলতা, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে যথাযথ সমন্বয়-পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন-নিরীক্ষার যথাযথ প্রয়োগে দুর্বলতা, স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের একাংশের অযাচিত প্রভাব, এনজিওসমূহের অনুদান নির্ভরতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার মতো প্রতিবন্ধকতাসমূহবৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতে সুশাসন চর্চায় ঘাটতি তৈরি করছে। এসব প্রতিবন্ধকতা ও সুশাসনের চিহ্নিত বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে অগ্রগতি হলে এনজিও কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আরও কার্যকরভাবে অর্জিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। ফলে এনজিও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

৪. সুপারিশ

গবেষণার উপরোক্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত এনজিও খাতের উন্নয়নে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করার প্রয়াস পেয়েছে:

করণীয়	দায়িত্ব
১. প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে বিশেষ করে সেবামূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করা	এনজিও
২. অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ--শক্তিশালী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার যথাযথ প্রয়োগ	
৩. একক কর্তৃত্বপূর্ণ নেতৃত্ব পরিহার--কর্মীদের মতামত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার প্রতিফলন এবং পরিচালনা পরিষদ ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা	
৪. নৈতিক আচরণবিধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবসম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন	
৫. নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রণোদনা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা	
৬. স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত এবং নাগরিক সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন--এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিধি নির্ধারণসহ 'গভার্ন্যান্স ম্যানুয়াল' প্রণয়ন	
৭. পরিচালনা পরিষদের কাছে নির্বাহী ব্যবস্থাপনার কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	
৮. ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস, সংক্ষুব্ধি ব্যবস্থাপনা এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল নিয়োগ	
৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচি বা প্রকল্পের সামাজিক নিরীক্ষা চালু করা	
১০. এনজিওসমূহের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	
১১. প্রশিক্ষণ প্রদান, কার্যালয় পরিদর্শনের নামে এবং নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদনের সময় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ--জড়িত এনজিও ব্যুরোর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
১২. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বৈদেশিক অনুদান রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর বৈষম্যমূলক ও অস্পষ্ট ধারাসমূহ সংস্কার করা এবং বিধিমালা চূড়ান্ত করা	

১৩. প্রকল্প অনুমোদন ও তহবিল ছাড়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা	
১৪. ভিন্ন ভিন্ন এনজিও কর্তৃক একই এলাকায় একই ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে একই উপকারভোগী নির্বাচন বা দ্বৈততা বন্ধে এনজিওদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি	
১৫. এনজিওদের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের খসড়া কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	
১৬. বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ করা যাতে এনজিওদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করা যায়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৭. সংস্থার নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ও হয়রানি বন্ধ করা	
১৮. প্রত্যেক প্রকল্পের মধ্যে 'সুশাসন কম্পোনেন্ট' রাখা ও তা বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং এনজিও'র অভ্যন্তরীণ সুশাসন জোরদার করতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা
১৯. সহযোগী এনজিওতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার বন্ধ করা	

*****